কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করে বাস দুর্ঘটনায় লিটনের নিহতের কথা জানিয়ে ফোন বন্ধ করে রাখেন।

পরে মোনাকল কাতারপ্রবাসী তার খালাত ভাই রফিকুল ইসলামের কাছে ফোন করে লিটনের নিহতের খবর শোনেন। ওই দুর্ঘটনায় টাঙ্গাইল ও যশোর জেলার আরও দুই প্রমিক নিহত হয়েছেন বলে মোনাকলকে জানিয়েছেন। তবে রফিকুল তাদের ঠিকানা জানাতে পারেননি। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রফিকুল কাতার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুলিশ রফিককে দুদিন পর হাসপাতালে গিয়ে লিটনের মরদেহ দেখে যেতে বলেছেন।

নিউইয়র্কে ড. ওয়াজেদ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি একেএম আলমগীর, অ্যাডভোকেট মোর্শেদা জাহান, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নুরুল মিয়া রনেল, যুবলীগ নেতা নান্টু মিয়া, আনিছুর রহমান প্রমুখ।

আলোচনা সভায় ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ দেশ হিসাবে গড়তে হলে আমাদের প্রত্যেককে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মত সৎ মানুষ হতে হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু পরিবারের যে আত্মত্যাগ, তা অনুসরণ করে আমাদের প্রত্যেকের উচিত সৎ জীবনযাপনের শপথ নেওয়া।

আলোচনা সভার শুরুতে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের

(২য় পৃষ্ঠার পর)

অংশগ্রহণে একটি মাইলফলক তৈরি করার প্রয়াস।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহার পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য সাবিনা হাই উর্মি। পরিচালনায় ছিলেন আব্দুর রহিম বাদশা, শুভ রায়, শেখ সোহেব সাজ্জাদ, ছাখাওয়াৎ আলী। প্যারেড ব্যবস্থাপনায় ছিলেন গোপাল সান্যাল।

স্পেনের বার্সেলোনায়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

থাকার ব্যবস্থা করে। আরেকটি সেল ভূমধ্যসাগর পার করিয়ে দেয়। এরা ভারতীয় অভিবাসন ইচ্ছুকদের আলজেরিয়ার জাল ভিসা করিয়ে দেয়। এই অভিবাসীরা যখন স্পেনে প্রবেশ করেন, তাদেরকে ভুয়া বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও বাংলাদেশ পুলিশের ভুয়া চারিত্রিক সনদ দেয়া হয় স্পেনের স্থায়ী ভিসার আবেদনের জন্য।

বার্সেলোনায় ইসলামিক

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

রবিবার (১২ মে) বার্সেলোনার শাহ জালাল জামে মসজিদে ইফতারপূর্ব এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা শিব্বির আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লন্ডন আলহুদা জামে মসজিদের চেয়ারম্যান ও খতিব অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ। মাওলানা বরকত হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাময়িকীর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্কিং অ্যান্ড ডেগেনহাম কাউন্সিল লন্ডনের কাউন্সিলর এম সদরুজ্জামান খান ও বার্সেলোনা শাহ জালাল জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ইসমাইল হোসাইন।

ইসলামের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বক্তারা 'দাওয়াতুল হক' ম্যাগাজিনে ছান পাওয়া ইসলামী বিভিন্ন শিক্ষণীয় প্রবন্ধ পাঠের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে লন্ডন আলহুদা জামে মসজিদের চেয়ারম্যান ও খতিব অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ বলেন, পবিত্র রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে প্রকাশিত 'সাওয়াতুল হক' সাময়িকীতে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। উপস্থিত সবাইকে সাময়িকীটি পড়ার অনুরোধ জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি রমজান মাসের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে স্পেন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বার্সেলোনার স্থানীয় সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাই ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

নিউইয়র্কে আমেরিকা বাংলাদেশ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাসের মিয়া, অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান-আমেরিকান লেবারের (অ্যাসাল) সভাপতি মাফ মিসবাহউদ্দিন, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-এর প্রতিনিধি জর্জান পোক্তেস প্রমুখ।

পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক ফাতেমা সাহাব রুমা এবং প্রেসক্লাবের সদস্য শারমীন রেজা ইভা।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বাংলাদেশের খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীকে 'আজীবন সম্মাননা' প্রদান করা হয়। তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। সৈয়দ আব্দুল হাদীর গানের মধ্য দিয়ে মধ্যরাতে এই উৎসবের সমাপ্ত ঘটার আগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠযোদ্ধা শহীদ হাসান এবং বাউল শিল্পী শাহ মাহবুব।

সিলেটে ইফতারি নিয়ে

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হেলেনার শাশুড়ি তাহেরা বেগমের ঠিকানার খোঁজ পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পান হেলেনা ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে রয়েছে। লাশ মাটিতে নামিয়ে ঘরের বারান্দায় রাখা হয়। তার কপালে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হেলেনা উপজেলার ২নং লক্ষীপুর ইউনিয়নের হোসেন মিয়ার মেয়ে।

এবিষয়ে জৈন্তাপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ খান মো. মাইনুল জকির বলেন, 'সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল তৈরী করে অধিকতর তদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নিচ্ছে আত্মীয়রা অভিযোগ দিলে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বিজয় হত্যার ৪ বছর, মামলায়

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ। সন্ত্রাস দমন আইনের ৬, ৮, ১৩ ধারায় অভিযোগ গঠন হওয়া এ মামলার সর্বশেষ ধার্য দিন ছিলো গত ৭ মে। এইদিন অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলার বাদী অনন্ত বিজয়ের বড় ভাই রত্নেশ্বর দাশের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হলেও আসামি পক্ষ কোন জেরা করেননি।

এদিকে দীর্ঘ চার বছর পর এ মামলায় এখন সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেকে। গণজাগরণ মঞ্চ সিলেটের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, '৪ বছরে এ মামলায় এখন সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। আছড়া আসলেই কারা প্রকৃত হত্যাকারী সে বিষয়টিও এখনো ভালো করে জানা যায়নি। একটি চার্জশিট গঠন করা হলেও এটির সত্যতা নিয়ে সন্দিহান অনন্ত বিজয়ের পরিবার ও স্বজনরা।'

এছাড়াও এ মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মনে করছেন গণজাগরণ মঞ্চ সিলেটের মুখপাত্র দেবাশীষ দেবু। তিনি বলেন, 'সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাই পারে এ মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে।'

এদিকে অনন্ত বিজয়ের বোনের স্বামী এড. সমর বিজয় শির শেখর বলেন, 'চার বছরে মামলার বিচার কার্য এখন শুরু হয়েছে মাত্র। এদিকে অনন্তের মা খুব অসুস্থ। তার মা চান জীবিত অবস্থায় ছেলে হত্যাকারীদের শাস্তি দেখে যাওয়া। তবে চার বছর পরও যেহেতু বিচার কার্য শুরু হয়েছে এখন দ্রুত যেন এর সুষ্ঠু বিচার হয় এটাই প্রত্যাশা।'

তবে মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণ হিসেবে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্র পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ বলেন,'চার্জশিট গঠন হতে বিলম্ব হওয়ায় মামলার বিচারকার্য শুরু হতেও বিলম্ব হয়েছে। তবে যেহেতু সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে তাই দ্রুত বিচারকার্য শেষ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। চার্জশিটের ব্যাপারে বাদী পক্ষের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে তিনি বলেন 'বাদী পক্ষ আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। চার্জশিটের বিরুদ্ধে তারা কোন নারাজি প্রদান করেননি। সুতরাং আমার মনে হয় না তাদের কোন অভিযোগ আছে।' তিনি বলেন-সন্ত্রাস দমন আইনের ৬, ৮, ১৩ ধারায় অভিযোগ গঠন হওয়া এ মামলার আগামী পোনার্দির দিন ধার্য করা হয়েছে ৯ জুন ২০১৯ ইং।

বহুপক্ষিকতাবাদ সাইবার নিরাপত্তা

(১১ম পৃষ্ঠার পর)

আইসিটি খাতে বাংলাদেশের কৃষ্টার্জিত অর্জনগুলোকে সুরক্ষিত করতে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ গৃহীত 'নিরাপদ আইসিটি ইকোসিস্টেম ব্যবস্থা', 'আর্থিক খাতে সাইবার বিপর্যয় মোকাবিলা করার সামর্থ্য বিনির্মাণ' এবং প্রশাসন, আইন ও ব্যবসা খাতে সাইবার নিরাপত্তার সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা কৌশল, জাতীয় আইসিটি পলিসি, তথ্য নিরাপত্তা আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এর কথাও উল্লেখ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে নূন্যপক্ষে এক হাজার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি ও কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম প্রতিষ্ঠাসহ সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও উচ্চ প্রতিনিধি মিজ ইজুমি নাকামিটসু এবং সিঙ্গাপুরের সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সীর প্রধান নির্বাহী ডেভিড কোহ্ সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের স্থায়ী প্রতিনিধি বুরহান গফুর।

জুরিখে বাঙালির প্রাণের

(১১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশের বাইরে কনসার্টের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সঙ্গীত শিল্পীরা বলেন, দেশের বাইরে এত মানুষ দেখে আমরা অভিভূত। মহাদেশে এত মানুষ আমাদের কনসার্টে আসবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল একখন্ড বাংলাদেশ সেবার উপস্থিতি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

উৎসবে দেশীয় খাবার ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মেলা সাজিয়ে বসেন প্রবাসী বাঙালীরা। এ ধরনের উৎসব প্রবাসে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানান আয়োজকরা। অনুষ্ঠানটির চলচ্চিত্র, স্থির চিত্র, সংবাদ সংগ্রহ ও আলোর নিয়ন্ত্রণ করেন শাহ আলম এগার ও নিজাম উদ্দীন।

ব্রিটেনের রাণীর কাছে বাংলাদেশ

(১১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিশনের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এ সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সামরিক উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এ. কে. এম. আমিনুল হক, মিনিস্টার (কনসুলার) মো. লুৎফুল হাসান, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এস. এম. জাকারিয়া হক এবং প্রথম সচিব মো. শফিউল আলম।

পরিচয়পর্ব শেষের পর ডিপ্লে-মেটিক কর্পের এ্যাসিসটেন্ট মার্শাল এবিগেইল বয়েল হাইকমিশনার ও তার সংগীদের রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ির বহরে করে বাকিংহাম প্যালেস থেকে সেন্টস জেমস কোর্টে (তাজ হোটেল) নিয়ে যান। সেখানে পরিচয়পত্র প্রদান পরবর্তী এক অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন, যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস ও হাউজ অব কমনওয়েলথ সিনিয়র সদস্য, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, ব্রিটিশ ফরেন এবং কমনওয়েলথ অফিসের উর্ধতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবি এবং বাংলাদেশী-ব্রিটিশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলেন, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত'। সাইদা মুনা তাসনীমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হাই কমিশন যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও গতীর করবে বলে তিনি দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডিপ্লে-মেটিক কর্পের মার্শাল বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ব্রিটেন সবসময় পাশে থাকার অংগীকার ব্যক্ত করেন। তিনি তার বক্তব্যে ব্রিটেনের রাণী, ব্রিটিশ সরকার ও জনগণ এবং বাংলাদেশ-ব্রিটিশ কমিউনিটিকে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার ব্যাপারে সবসময়ে আন্তরিক এবং সচেষ্ট থাকবেন বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্পেনে জাতীয় নির্বাচনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছে পাবলো ক্যাসাডোর নেতৃত্বে পপুলার পার্টি। তারা পেয়েছে ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট (৬৯ থেকে ৭৩ আসন)। আলবার্ট রিভেরার সিটিজেনস পেয়েছে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট (৪৮ থেকে ৪৯ আসন)। আর পাবলো সে-সিয়ারের উনিডস পডেমস এবং স্যান্টিয়াগো এবাসকালের ভক্স পেয়েছে যথাক্রমে ১৬ দশমিক ১ শতাংশ (৪২ থেকে ৪৫ ভোট) এবং ১২ দশমিক এক শতাংশ (৩৬ থেকে ৩৮ আসন) করে ভোট।

স্পেনে সরকার গঠনের নিয়ম অনুযায়ী, একটি রাজনৈতিক দলকে ৩৫০টি আসনের মধ্যে একক্ষভাবে সরকার গঠন করতে হলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি বা ১৭৬টি আসনে জয় পেতে হবে। সেই হিসেবে সোশ্যালিস্টরা নির্বাচনে ৫০ শতাংশ আসন না পাওয়ায় জয় নিয়েও সরকার গঠনের সংশয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের।

এদিকে ভেটের দিন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট পেদ্রো সানচেজ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বহু বছরের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পর সময় এসেছে, যে একটি স্থিতিশীল এবং শক্তিময় স্পেনের জন্য আমরা আমাদের বার্তা দেই। আর সেখান থেকেই একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বের হয়ে আসবে যারা দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন করবে। এবার প্রায় ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ স্পেনীয় এবং কাতালানরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে বলে জানায় দেশটির নির্বাচন কমিশন।

দশ দলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

(১৪তম পৃষ্ঠার পর)

মার্কাস স্টইনিস, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), অ্যাডাম জাম্পা, নাথান লায়ন, জেসন বেহেরেনডর্ফ, নাথান কোল্টার-নাইল, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, কাই রিচার্ডসন।

বিশ্বকাপে প্যাকিস্তানের স্কোয়াড:

সরফরাজ আহমেদ (অধিনায়ক), আবিদ আলি, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস সোহেল, হাসান আলি, ইমাদ ওয়াসিম, ইমাম-উল-হক, জুনাইদ খান, মোহাম্মদ হাফিজ, মোহাম্মদ হাসনাইন, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শোয়েব মালিক।

এবার ভারতে কাঠগড়ায়

(১৪তম পৃষ্ঠার পর)

তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় সিসিআই। যদিও গুগলের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ উঠেছে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

বিষয়টি এতদিন গোপন রাখা হলেও সম্প্রতি তা ফাঁস হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছে, তদন্ত শেষ হতে প্রায় একবছর সময় লাগবে। পূর্ণাঙ্গ তদন্তেও গুগলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুগলকে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হতে পারে। এছাড়া সমন পাঠানো হতে পারে প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের।

ফেসবুক ভেঙে ফেলার

(১৪তম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, 'সফলতার সঙ্গে দায়িত্ববোধের বিষয়টি গ্রহণ করে ফেসবুক। সফল একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে টুকরো করে দায়িত্বশীলতা চাপিয়ে দিতে পারে না। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম করে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায় নেওয়ার বিষয়টি অর্জন করতে হবে। এটাই জাকারবার্গ বলছেন।'

২০০৪ সালে হার্ভার্ডের ডরমেটরিতে মার্ক জাকারবার্গ ও তাঁর বন্ধিত্বের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র অ্যান্ডরুয়ার্ডো সেভারিন, ক্রিস্টিন মস্কোভিজ ও ক্রিস হিউজ মিলে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৭ সালে ফেসবুক ছেড়ে দেন হিউজ। পরে এক লিংকডইন পোস্টে তিনি জানান, তিন বছরের কাজের জন্য ৫০ লাখ ডলার পান তিনি।

হিউজ বলেন, '১৫ বছর আগে হার্ভার্ডে থাকতে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এরপর এক দশকের বেশি সময় আমি এর সঙ্গে নেই। কিন্তু আমার মধ্যে রাগ ও দায়িত্ববোধের অনুভূতি রয়েছে।'

২০১৬ সাল থেকে প্রাইভেসি ও ভুয়া তথ্যের কেলেঙ্কারিতে ফেসবুক জড়িয়ে পড়ার পর থেকে বড় পদের কয়েকজন কর্মকর্তা ফেসবুক ছেড়েছেন। এর মধ্যে ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের প্রতিষ্ঠাতারাও আছেন।

ফেসবুক ব্যক্তিগত মেসেজিংকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময় গত মার্চ মাসে জাকারবার্গের ঘনিষ্ঠ প্রধান পণ্য কর্মকর্তা ক্রিস কক্স ফেসবুক ছেড়ে দেন।

ফেসবুকের কেলেঙ্কারি নিয়ে সমালোচনা থাকলেও এর মূল ব্যবসা কিন্তু ঠিক আছে। গত দুই প্রান্তি কে আয়ের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটি।

হিউজ বলেছেন, ফেসবুকে প্রাইভেসি বা অন্য যেকোনো ত্রুটির কারণে জাকারবার্গকে দায়ী করতে হবে।

এর আগে ডেমোক্রেটিক সিনেটর রন ওয়াইডেন বারবার প্রাইভেসি লঙ্ঘনের কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়ী করার কথা বলেন।

সম্প্রতি রিপাবলিকানদের কাছ থেকেও একই সুর উঠেছে। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানের কয়েকজন সিনেটর ফেসবুকের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) সমঝোতার সমালোচনা করছেন। তাঁরা বলছেন, ফেসবুকের কঠোর শাস্তি আর তাদের ব্যবসায়িক চর্চায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক।

হিউজ বলেছেন, ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে তিনি জাকারবার্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কিছু পরেই কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার মতো কেলেঙ্কারি মুখে পড়ে ফেসবুক।

হিউজের ভাষ্য, জাকারবার্গ ভালো ও দয়ালু মানুষ। কিন্তু আমি তাঁর নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে ক্লিকের আশায় ব্যবসা ফুলিফেঁপে তোলার লক্ষ্যের ওপর রাগ দেখাচ্ছি।

হিউজের সমালোচনার জবাবে ফেসবুকের সাবেক নিউজফিড বিভাগের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি বলেছেন, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার জন্য প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে একমত নই। সমস্ত থাকলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নতুন চেহারায়

(১৬তম পৃষ্ঠার পর)

বড় পরিবর্তন আর আসেনি এ নিয়ে এফ৮ এর মঞ্চে জাকারবার্গ বলেন, বর্তমানে প্রাইভেসি রক্ষায় আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়। যেভাবে আমরা কোম্পানিটি এখন চালাচ্ছি তা বদলাতে হবে।

মোবাইল ফোনের

(১৬তম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে দুই-তিনটি কাজ একসঙ্গে করার সুযোগ দিচ্ছে। তবে তাঁজযোগ্য স্মার্টফোন দিয়ে বেশকিছু কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব হবে। আধুনিক এই যুগে গ্রাহকদের জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয়। আর এ কারণেই তাঁজযোগ্য স্মার্টফোন নিয়ে এতো বেশি আলোচনা হচ্ছে।

এ ধরনের স্মার্টফোন সর্বশেষ প্রযুক্তির। ফলে এতে নানান সব ফিচার সংযুক্ত করা হবে। তাঁজযোগ্য স্মার্টফোনে একাধিক ডিসপে- থাকায় একই গেম দুজন একসঙ্গে প্রতিযোগী হিসেবে খেলা যাবে। আগে এমন গেম খেলতে হতো আলাদা দুটি ডিভাইস দিয়ে। কিন্তু এখন আর আলাদা ডিভাইস লাগবে না। দু'জন একসঙ্গে বসে মন চাইলেই প্রতিযোগী হিসেবে গেম শুরু করতে পারবেন।

গবেষণা ও মেধাস্বত্বের কোনও

(১৬তম পৃষ্ঠার পর)

আনা নরকার।' জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, মেধাবী উদ্ভাবকদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এটুআই এবং এটুআই'র ইনোভেশন ল্যাব। এখানে ফাজিং, নার্সিং, কোডিং সবই লেওয়া হচ্ছে। তবে এই ইনোভেশনকে টেকসই করতে হলে একাডেমিয়ার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির সুত্ব কমাতে হবে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। গবেষণা বাড়াতে হবে।'

আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশ ইনোভেটিভ জাতিতে পরিণত হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেন। এর আগে আইটেক্স-২০১৮ ও ২০১৯-এ এটুআই পুরস্কৃত উদ্ভাবনগুলো সবার সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রসঙ্গত, আইটেক্সের ২০১৮ আসর থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে এটুআই এর আই-ল্যাব। সেবছর প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েই দু'টি উদ্ভাবক স্বর্ণ পদক এবং একটি উদ্ভাবন রৌপ্য পদক পায়। এ বছরের ২ থেকে ৪ মে অনুষ্ঠিত আসরে গ্রামীণ উদ্যোগ একশপ স্বর্ণপদক এবং আরও চারটি উদ্ভবন রৌপ্য পদক অর্জন করে। এবারের আসরে ২১টি দেশের এক হাজার ৩২৭টি উদ্ভাবনের মধ্যে একশপ সেরা আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন ট্রফিও অর্জন করে।

চিকিৎসামুখী স্মার্ট

(১৬তম পৃষ্ঠার পর)

পরিধেয় প্রযুক্তি পণ্য। বাচ্চার ডায়াপার ভিজে গেল কি না তার জন্যও পরিধেয় প্রযুক্তি শরণাপন্ন হচ্ছেন আজকের মায়েরা। তবে এই পরিধেয় প্রযুক্তিটি সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকেছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায়।

এই যেমন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে বাতাসে দূষণ পরিমাণ এবং ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের শ্বাস প্রশ্বাসে বাতাসের প্রভাব পর্যবেক্ষণে ব্যবহার হচ্ছে পরিধেয় প্রযুক্তি। পার্কিনসন্স রোগ সনাক্ত করতে এর লক্ষণ এবং সংক্রমণ বিষয়টি আগেই জানিয়ে দিচ্ছে নগর স্বাস্থ্য বিভাগকে। এভাবেই চলতি বছর থেকে পরিধেয় প্রযুক্তিটি ধেরাপির ক্ষেত্রে মূলধারার চলে এসেছে।

স্মার্ট অন্তর্বাস: জনব্যাপার রোগ সনাক্তের জন্য কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্যাচযুক্ত আইটিন্ত্রা তৈরি করেছে সারকাডিয়া হেলথ। এই পরিধেয় প্রযুক্তির অন্তর্বাসটি ব্যবহারকারীর জন ব্যাপারের লক্ষণ পাওয়া মাত্রই সতর্ক বার্তা দেয়। শুধু তাই নয়, উদ্বেগজনক কোনও উপাত্ত পাওয়া মাত্রই তা ল্যাবে পাঠিয়ে দেয়।

স্মার্ট ট্যাটু: কখনও ডিভাইসে, কখনোবা পোশাকের সঙ্গে ছুড়ে দিয়ে কিংবা ট্যাটুর মতো শরীরে লাগিয়ে ঝামেলামুক্ত হ্যান্ডস ফ্রি এসব গ্যাজেট এখন সব বয়সের ও শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে আরাধ্য হয়ে উঠেছে। কেননা সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে নমনীয় বৈদ্যুতিক সেন্সরযুক্ত স্মার্ট ট্যাটু দিয়ে জ্বরবহু ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপ দেখভাল করছে। মুমের সমস্যা এবং পেশীর ওপরও নজর রাখছে এই ট্যাটু।

স্মার্ট ডায়াপার: শিশুদের দেখভাল করতে জিপিএস নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ স্মার্ট ডায়াপার রয়েছে বাজারে। শিশু প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করা মাত্রই এটি মা বা অভিভাবকের ফোনে বার্তাটি পৌঁছে দেয় এক্সট্রাভা'র মতো ডায়াপার। এতে করে শিশু সর্দি, কাশি, জ্বর থেকে কিছুটা হলেও নিরাপদে থাকতে পারে।

লেজার জুতা: পার্কিনসনের রোগের জন্য লেজার জুতা তৈরি করেছে লন্ডনভিত্তিক লাইস ল্যাপ উদ্যোক্তা। জুতাটি একটি লেজার বিম প্রজেক্ট দিয়ে কাজ করে। লেজার মস্তিষ্ককে পরবর্তীতে কী করতে হবে তা সনাক্তে সাহায্য করে।